বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা।
(বিচার শাখা)
www.supremecourt.gov.bd

স্মারক নং-১ই-২১/২০০০(অংশ-৬)(ক)-৫৩১১ জে, তারিখ: ১৩ আশ্বিন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ / ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়ঃ অধস্তন আদালতের জামিনসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অন্তর্বর্তী আদেশ ও রায় প্রকাশ্য আদালতে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণ বা তাদের আইনজীবীগণের উপস্থিতিতে ঘোষণা করার জন্য মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগের ৪৬৮৮/২০২১ নং ফৌজদারী আপীল মামলায় মাননীয় বিচারপতি জনাব এম. ইনায়েতুর রহিম এবং মাননীয় বিচারপতি জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান মহোদয়ের দ্বৈত বেঞ্চ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট আইনসমূহ অর্থাৎ ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৩৬৬ এবং ক্রিমিনাল রুল্‌স এ্যান্ড অর্ডাস (প্রাক্টিস এ্যান্ড প্রসিকিউটর অফ্ সাব-অর্ডিনেট কোর্টস), ২০০৯-এর রুল ১৭৯(২) অনুযায়ী অধস্তন আদালতের জামিনসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অন্তর্বর্তী আদেশ ও রায় প্রকাশ্য আদালতে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণ বা তাদের আইনজীবীগণের উপস্থিতিতে ঘোষনা করার জন্য গত ০২.০৯.২০২১ খ্রিস্টাব্দে প্রদত্ত রায়ে নিম্নরূপ নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে:

> **"...স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিম্ন আদালতসমূহের বিজ্ঞ বিচারকের জামিনসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অন্তর্বর্তী আদেশ ও রায় প্রকাশ্য আদালতে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণ বা তাদের আইনজীবীদের উপস্থিতিতে ঘোষণা করার নির্দেশ দেয়া হলো।"**

২। এমতাবস্থায়, মাননীয় আদালতের রায় মোতাবেক উল্লিখিত নির্দেশনা অনুসরণ করার জন্য সকল অধস্তন আদালতের বিচারক-কে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

৩। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগের ফৌজদারী আপীল মামলা নং ৪৬৮৮/২০২১ এ গত ০২.০৯.২০২১ খ্রিস্টাব্দে প্রদত্ত রায়ের কপি এতদ্‌সঙ্গে সংযুক্ত করা হলো।

স্বা:/-
(মোঃ গোলাম রব্বানী)
রেজিস্ট্রার
হাইকোর্ট বিভাগ

ফোন: ৯৫১৪৬৪৬
ই-মেইল: registrar_hcd@supremecourt.gov.bd

স্মারক নং-১ই-২১/২০০০(অংশ-৬)(ক)-৫৩১১ (১-৪৭) জে, তারিখ: ১৩ আশ্বিন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ / ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)ঃ

১। সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। জেলা ও দায়রা জজ,-- (সকল)।
৩। মহানগর দায়রা জজ, -- (সকল)।
৪। বিভাগীয় বিশেষ জজ, বিভাগীয় বিশেষ জজ আদালত, ------------------------------------(সকল)।
৫। বিচারক (জেলা জজ), নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল, ---------------------------- (সকল)।
৬। বিচারক(জেলা জজ), জননিরাপত্তা বিঘ্নকারী অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল,------------------- (সকল)।
৭। বিচারক (জেলা জজ), দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল,--- (সকল)।
৮। বিচারক (জেলা জজ), সন্ত্রাস বিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনাল,---------------------------------- (সকল)।
৯। সদস্য (জেলা জজ), প্রশাসনিক অ্যাপীলেট ট্রাইব্যুনাল, ১৪, আঃ গণি রোড, ঢাকা।

১০। সদস্য (জেলা জজ), প্রশাসনিকট্রাইব্যুনাল,-- (সকল) ।
১১। সদস্য (জেলা জজ), শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা।
১২। চেয়ারম্যান (জেলা জজ), শ্রম আদালত, --- (সকল)।
১৩। স্পেশাল জজ (জেলা জজ), স্পেশাল জজ আদালত -------------------------------------(সকল)।
১৪। বিচারক (জেলা জজ), পরিবেশ আপীল আদালত, ঢাকা ।
১৫। সদস্য (জেলা জজ), কাস্টমস্ এক্সসাইজ ও ভ্যাট আপীলাতট্রাইব্যুনাল,............................ (সকল)।
১৬। চেয়ারম্যান (জেলা জজ), ১ম/২য়, কোর্ট অব সেটেলমেন্ট, সেগুন বাগিচা, ঢাকা ।
১৭। বিচারক (জেলা জজ), সাইবার ট্রাইব্যুনাল................... (সকল)।
১৮। চেয়ারম্যান (জেলা জজ), নিম্নতম মজুরী বোর্ড, তোপখানা রোড, ঢাকা।
১৯। বিচারক (জেলা জজ), স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, ঢাকা।
২০। সচিব (জেলা জজ), বাংলাদেশ বার কাউন্সিল, রমনা, ঢাকা।
২১। সদস্য (জেলা জজ), ট্যাকসেস অ্যাপীলেট ট্রাইব্যুনাল, দ্বৈত বেঞ্চ-৫, ঢাকা।
২২। পরিচালক, জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা, ১৪৫, বেইলী রোড, ঢাকা ।
২৩। সচিব, বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়, ১৫, কলেজ রোড, ঢাকা ।
২৪। রেজিস্ট্রার, আন্তর্জাতিক অপরাধট্রাইব্যুনাল, পুরাতন হাইকোর্ট ভবন, ঢাকা।
২৫। বিচারক (জেলা ও দায়রা জজ), মানব পাচার অপরাধ দমনট্রাইব্যুনাল, ... (সকল)।
২৬। পরিচালক (প্রশাসন), বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, ১৫, কলেজ রোড, ঢাকা।
২৭। সচিব, আইন কমিশন, ১৫, কলেজ রোড, ঢাকা।
২৮। মহা-পরিচালক (লিগ্যাল এন্ড প্রসিকিউশন), দুর্নীতি দমন কমিশন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
২৯। মহা-পরিদর্শক, (নিবন্ধন), নিবন্ধন অধিদপ্তর, ১৪, আঃ গণি রোড, ঢাকা।
৩০। যুগ্ম সচিব (আইন), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৩১। যুগ্ম সচিব (আইন প্রণয়ন), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৩২। আইন উপদেষ্টা, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
৩৩। আইন উপদেষ্টা (জেলা জজ), কাস্টমস হাউস, চট্টগ্রাম।
৩৪। উপ-সচিব (লিগ্যাল), প্রশাসন বিভাগ, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
৩৫। পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত), জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, ঢাকা।
৩৬। আইন কর্মকর্তা, পুলিশ হেডকোয়ার্টারস, ঢাকা।
৩৭। চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট,--(সকল)।
৩৮। চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট,---(সকল)।
৩৯। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, জেলা আইনজীবী সমিতি------------------------------------(সকল)।
৪০। আইন কর্মকর্তা, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪১। আইন কর্মকর্তা, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, ঢাকা।
৪২। রেজিস্ট্রার, প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনাল/শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল..........................(চেয়ারম্যান মহোদয় সমীপে উপস্থাপনের অনুরোধসহ)।
৪৩। আইন কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম।
৪৪। রেজিস্ট্রার, পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি কমিশন, খাগড়াছড়ি।
৪৫। মাননীয় প্রধান বিচারপতির সচিব/একান্ত সচিব, হাইকোর্ট বিভাগ/আপীল বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, ঢাকা।
৪৬। সিস্টেম এনালিস্ট, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা (বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৪৭। অফিস কপি।

প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে কর্মরত সকল বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে বিতরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ

(মোঃ মিজানুর রহমান)
সহকারী রেজিস্ট্রার (বিচার)(ভার:)
ফোন: ০২২২৩৩৮১৯৩২।

In the Supreme Court of Bangladesh
High Court Division
(Criminal Appellate Jurisdiction)
Date: 02.09.2021

Criminal Appeal No. 4688 of 2021.
Arising out of Order No. 4 dated 17.06.2021 passed by learned Special Judge, Special Judge Court No. 5, Dhaka in granting bail to the accused-respondent no. 1 in Virtual Court Case No. 01 of 2021 arising out of Special Case No. 02 of 2021 arising out of Metro Special Case No. 82 of 2019, pending in the Court of Special Judge, Court No. 5, Dhaka.

In the matter of :
Durniti Daman Commission, represented by its Chairman, Head Office, 1 Segunbagicha, Dhaka
.....Appellant (informant)

-Versus-

1.Partha Gopal Banik, DIG Prison (temporarily suspended), Sylhet Former DIG Prison, Chattogram, Son of Thakur Gopal Banik,
Permanent Address: Village-Saduddham Purba Kayetpara, Bakultala, Post Office-Dhamrai Thana-Dhamrai District-Dhaka At present: 27-28/1 Domino Planeto, Flat no. B-6, North Road, Green Road, Kalabagan, Dhaka
...Accused-Respondent(On bail)
2.The State, represented by Deputy Commissioner, Dhaka.......Respondent.

উপস্থিত:
বিচারপতি জনাব এম. ইনায়েতুর রহিম
এবং
বিচারপতি জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
ফৌজদারী আপীল নং-৪৬৮৮/২০২১

দুর্নীতি দমন কমিশন

........আপীলকারী।

বনাম

পার্থ গোপাল বনিক এবং অন্য

........প্রতিপক্ষগণ।

জনাব মোঃ খুরশীদ আলম খান, অ্যাডভোকেট
........আপীলকারীর পক্ষে।

জনাব শাহরিয়ার কবির, অ্যাডভোকেট
........প্রতিপক্ষ নং-১ এর পক্ষে।

জনাব বিপুল বাগমার, ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল
.... প্রতিপক্ষ নং-২(রাষ্ট্র) এর পক্ষে।

জনাব মনিরুজ্জামান লিংকন, অ্যাডভোকেট
........আদালতের অনুমতিক্রমে।

শুনানীর তারিখঃ ২৬/০৮/২০২১ খ্রিঃ এবং
রায়ের তারিখ ঃ০২/০৯/২০২১ খ্রিঃ

বিচারপতি এম. ইনায়েতুর রহিমঃ

বর্তমান আপীলটি এজাহারকারী দুর্নীতি দমন কমিশন (পরবর্তীতে শুধুমাত্র কমিশন হিসেবে উল্লেখ করা হবে) কর্তৃক ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৫ এর বিজ্ঞ বিচারক জনাব মোঃ ইকবাল হোসেন কর্তৃক ১৭/০৬/২০২১ইং তারিখে ভার্চুয়াল কোর্ট মামলা নং-০১/২০২১, যা বিশেষ মামলা নং-০২/২০২১, মেট্রো বিশেষ মামলা নং-৮২/২০১৯ হতে উদ্ভূত-এ প্রদত্ত আসামী-প্রতিপক্ষকে জামিন প্রদান করায় ক্ষুব্ধ হয়ে দায়ের করা হয়েছে।

কমিশন পক্ষে বিগত ২৯/০৭/২০১৯ইং তারিখে এই মর্মে এজাহার দায়ের করা হয় যে, আসামী পার্থ গোপাল বনিক, ডিআইজি প্রিজন, সিলেট, সাবেক ডিআইজি প্রিজন, চট্টগ্রাম সরকারী চাকুরিতে কর্মরত থেকে অর্পিত ক্ষমতার অপব্যবহার করে অবৈধ উপায়ে বৈধ পারিশ্রমিকের অতিরিক্ত ঘুষ হিসেবে গ্রহণ করে জ্ঞাত আয় বর্হি:ভুত আশি লক্ষ টাকা অর্জন করে তা তার নিজের দখলে নিয়ে উক্ত অবৈধ পন্থায় অর্জিত অর্থের অবস্থান গোপন করে পাচারের উদ্দেশ্যে নিজ আবাসিক বাসার বিভিন্ন গোপন স্থানে বিভিন্ন পন্থায় লুকিয়ে রেখে দন্ডবিধির ১৬১

ধারা তৎসহ ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারা এবং মানি লন্ডারিং আইনের ৪(২) ধারার শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছে। উক্ত মামলাটি দুদক সজেকা, ঢাকা এর মামলা নং-১৫ তারিখ-২৯/০৭/২০১৯ হিসেবে রেজিস্ট্রিভুক্ত হয়। আসামী পার্থ গোপালকে ঐ তারিখে গ্রেফতার করা হয়।

কমিশন মামলাটি তদন্ত শেষে আসামী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে উপরোক্ত ধারায় বিগত ২৩/০৮/২০২০ইং তারিখে চার্জ শীট দাখিল করে। বিশেষ জজ আদালত-১০, ঢাকা-এর বিজ্ঞ বিচারক বিগত ০৪/১১/২০২০ইং তারিখে আসামীর উপস্থিতিতে তার বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইনের দন্ডবিধির ১৬১ ধারা তৎসহ ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারা এবং মানি লন্ডারিং আইনের ৪(২) ধারায় অভিযোগ গঠন করেন। পরবর্তীতে মামলাটি বিচারের জন্য বিশেষ আদালত-৫, ঢাকা-এ বদলি হয়।

বিশেষ জজ আদালত-৫ এর বিজ্ঞ বিচারক তর্কিত ১৭/০৬/২০২১ইং তারিখের আদেশ দ্বারা করোনায় আক্রান্ত আসামীর স্ত্রীর চিকিৎসা এবং কথিত সার্বিক অবস্থার বিষয় বিবেচনায় নিয়ে ৩০(ত্রিশ) দিনের জন্য অর্ন্তবর্তিকালীন জামিন প্রদান করেন।

উক্ত আদেশে সংক্ষুব্ধ হয়ে কমিশন বর্তমান আপীলটি দায়ের করে।

বর্তমান আপীলটি বিচারাধীন থাকা অবস্থায় বিজ্ঞ বিশেষ জজ আসামীর জামিন সময়ে সময়ে বর্ধিত করেন।

কমিশন পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব মোঃ খোরশেদ আলম খান মামলার এজাহার, চার্জশীট, হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক ফৌজদারী আপীল নং-১০৫৩৪/২০১৯ এবং ফৌজদারী রিভিশন নং-১৪৫/২০২১- এ প্রদত্ত হাইকোর্ট বিভাগের আদেশ ও রায় আদালতে উপস্থাপন করে নিবেদন করেন যে, ফৌজদারী আপীল নং-১০৫৩৪/২০১৯ মামলায় হাইকোর্ট বিভাগ ০২/১১/২০২০ইং তারিখে এক আদেশে আসামীর জামিন আবেদন উপস্থাপন হয়নি মর্মে খারিজ করে আদেশ প্রাপ্তির ০৬(ছয়) মাসের মধ্যে এবং ফৌজদারী রিভিশন মামলা নং-১৪৫/২০২১ মামলায় হাইকোর্ট বিভাগ বিচারিক আদালতকে রায় প্রাপ্তির ১(এক) বৎসরের মধ্যে বিচারিক কাজ সমাপ্ত করার জন্য নির্দেশ প্রদান করে; কিন্তু বিজ্ঞ বিশেষ জজ হাইকোর্ট বিভাগের উক্ত আদেশ ও রায় সমূহ জ্ঞাত হওয়ার পরেও বিষয়টি আমলে না নিয়ে আসামীকে জামিন প্রদান করেছেন; যা হাইকোর্ট-কে অবমাননার সামিল। জনাব খান মানি লন্ডারিং আইনের ১৩ ধারা উল্লেখ করে নিবেদন করেন বলেন যে, এই আইনের অধীন আসামীকে জামিন প্রদান করতে

Certified reproduction of the original
Assistant Bench Officer
Bangladesh Supreme Court
High Court Division, Dhaka

09 SEP 2021
মোঃ আজিজুর রহমান
সুপারিনটেনডেন্ট

হলে আদালতকে প্রাথমিক ভাবে সন্তুষ্ট হতে হবে যে, আসামী দোষী সাব্যস্ত না হওয়ার যুক্তিসংগত কারণ রয়েছে কিংবা আসামী শারীরিক ভাবে বিকলাঙ্গ। জামিন দেয়ার ক্ষেত্রে বিজ্ঞ বিচারক আইনের উক্ত বিধানসমূহ বিবেচনা করেননি; সুতরাং বিজ্ঞ বিশেষ জজ আদালত কর্তৃক প্রদত্ত জামিন বেআইনী এবং তা বাতিল করা হোক। জনাব খান আরো নিবেদন করেন যে, বিজ্ঞ বিশেষ জজ আদালত যেভাবে আসামীকে জামিন প্রদান করেছে তাতে কমিশন যুক্তিসংগত ভাবে মনে করে উক্ত আদালতে এজাহারকারী পক্ষ ন্যায় বিচার নাও পেতে পারে।

অপরদিকে আসামী-প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী মোঃ শাহরিয়ার কবির আদালতে নিবেদন করেন যে, আসামীর নিকট হতে যে টাকা উদ্ধার করা হয়েছে তা তার মায়ের সঞ্চয়পত্র ভাঙ্গানো টাকা এবং এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট আয়কর নথিতে তা উল্লেখ করা আছে। উক্ত টাকা সম্পূর্ন বৈধ এবং স্ত্রীর অসুস্থতা ও সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে বিশেষ জজ আদালত কর্তৃক প্রদত্ত জামিন আদেশটি সঠিক ও আইনসংগত এবং জামিন লাভের পর আসামী জামিনের সুযোগের কোন অপব্যবহার করেনি। সুতরাং এ পর্যায়ে জামিন বাতিল করা ন্যায় ও আইনসংগত হবে না।

আপীল গ্রহণযোগ্যতার শুনানীকালে আদালতের অনুমতি নিয়ে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব মনিরুজ্জামান লিংকন বিগত ২৮/০৬/২০২১ইং তারিখে চ্যানেল-24 এ আলোচ্য জামিন বিষয়ে প্রচারিত প্রতিবেদনের বিষয়টি উল্লেখ করে নিবেদন করেন যে, বিজ্ঞ বিশেষ জজ জামিন শুনানী অন্তে প্রকাশ্য আদালতে কোন আদেশ প্রদান না করে পরবর্তীতে খাস কামরায় আদেশ দিয়ে নানান প্রশ্নের সুযোগ করে দিয়েছেন এবং আইনেরও ব্যত্যয় ঘটিয়েছেন। এ বিষয়ে আদালতের সুনিদিষ্ট পর্যবেক্ষন ও নির্দেশনা থাকা প্রয়োজন।

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বর্তমান আপীলটি শুনানীর জন্য গ্রহণ করার সময়ে ঢাকার বিশেষ জজ আদালত ৫-এর বিচারক জনাব মোঃ ইকবাল হোসেনকে লিখিত ভাবে অত্র আদেশ প্রাপ্তির ৭(সাত) কর্মদিবসের মধ্যে অত্র আদালতের ফৌজদারী আপীল নং-১০৫৩৪/২০১৯ এবং ফৌজদারী রিভিশন নং-১৪৫/২০২১ মামলায় প্রদত্ত যথাক্রমে ০২/১১/২০২০ইং এবং ২৫/০১/২০২১ইং তারিখের আদেশ কত তারিখে প্রাপ্ত হয়েছেন এবং আদেশ প্রাপ্তির পর মামলা নিষ্পত্তিতে কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন সে সম্পর্কে লিখিত ব্যাখ্যা দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়।

বিজ্ঞ বিচারক তাঁর লিখিত ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেছেন যে,

> "মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের ফৌজদারী আপীল নং-১০৫৩৪/২০১৯ মামলায় প্রদত্ত ০২/১১/২০২০ খ্রিঃ তারিখের আদেশ অত্র

Correct reproduction of the original
Paresh Kanti Dutta
Assistant Bench Officer
Bangladesh Supreme Court
High Court Division, Dhaka

SEP 2021
মোঃ আজিজুর রহমান
সুপারিনটেনডেন্ট

আদালত কিংবা পূর্ববর্তী আদালত প্রাপ্ত হয় নাই। অত্র আদালতে ১৭/০৬/২০২১ খ্রিঃ তারিখে জামিন শুনানীকালে বিজ্ঞ আইনজীবী ফৌজদারী আপীল নং-১০৫৩৪/২০১৯ মামলায় প্রদত্ত ০২/১১/২০২০ খ্রিঃ তারিখের আদেশে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের ডিভিশন বেঞ্চ আদেশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ০৬(ছয়) মাসের মধ্যে অত্র মামলার বিচার শেষ করার নির্দেশনার মেয়াদ পূর্বেই উত্তীর্ণ হয়েছে মর্মে দাবী করে আদেশের অনুলিপি দাখিল করেন।

নথি পর্যালোচনায় আরো দেখা যায়, ফৌজদারী রিভিশন নং-১৪৫/২০২১ মামলায় প্রদত্ত ২৫/০১/২০২১ খ্রিঃ তারিখের আদেশ অত্র আদালত ১০/০৩/২০২১ খ্রিঃ তারিখ প্রাপ্ত হয়। উক্ত ২৫/০১/২০২১ খ্রিঃ তারিখের আদেশে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের একটি ডিভিশন বেঞ্চ আদেশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ০১(এক) বৎসরের মধ্যে অত্র মামলাটির বিচার শেষ করার নির্দেশনার মেয়াদ এখন বহাল আছে। মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের আদেশ প্রতিপালনে অত্র আদালত সদা সচেষ্ট।" (রেখা আদালত কর্তৃক প্রদত্ত)

বর্তমান আসামীর জামিন সংক্রান্ত বিষয়ে চ্যানেল-24 প্রতিবেদনটি আদালতের নজরে আনা হলে উক্ত চ্যানেলের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রচারিত প্রতিবেদনের সিডি ও লিখিত স্ক্রিপট হাইকোর্ট বিভাগের রেজিষ্ট্রার এর নিকট প্রেরণের নির্দেশ দেওয়া হয়। উক্ত আদেশ প্রতিপালনে চ্যালেন-24 কর্তৃপক্ষ প্রতিবেদনের সিডি এবং লিখিত স্ক্রিপটি আদালতে জমা প্রদান করেন। প্রচারিত প্রতিবেদনটি ছিল নিম্নরুপ:

"যেই আসামীকে একাধিকবার জামিন দেননি দেশের সর্বোচ্চ আদালত। সেই আসামীকেই অনেকটা গোপনে জামিন দিয়ে মুক্তির সুযোগ করে দিয়েছেন ঢাকার বিশেষ জজ আদালত। হাইকোর্টকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখানো আদেশের পর অনেকটা সুপার সনিক গতিতে জামিন নিয়ে কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে বেরিয়ে গেছেন সাবেক ডিআইজ প্রিজন্স পার্থ গোপাল বণিক। মাসউদুর রহমানের রিপোর্ট।

নিউজ...

Correct reproduction of the original
Assistant Bench Officer
Bangladesh Supreme Court
High Court Division, Dhaka.

পার্থ গোপাল বণিক। সাবেক এই ডিআইজি প্রিজন্সকে ৮০ লাখ টাকাসহ রাজধানীর ধানমন্ডির ভূতের গলির বাসা থেকে ২০১৯ সালের ২৮ জুলাই গ্রেপ্তার করে দুদক। মামলা হয় অর্থপাচার ও ঘুষ নেয়ার অভিযোগে। এরপর একাধিকবার হাইকোর্টে জামিন চান সাবেক এই কারা কর্মকর্তা। তবে সেই আবেদনে সাড়া না দিয়ে, মামলাটি ৬ মাসের মধ্যে নিষ্পত্তির নির্দেশ দেন আদালত। তবে এবারের গল্পটি গোপনীয়তার। গেল বৃহস্পতিবার ঢাকার ৫ নম্বর বিশেষ জজ আদালতে জামিন চাইতে আসেন, পার্থ গোপাল বণিক। দুপক্ষের শুনানি শেষে আদালত জামিন আদেশ পরে দেবেন বলে জানান। ওই দিন রাত সাড়ে আটটায় তার জামিন আদেশ পৌছে যায় কেন্দ্রীয় কারাগারে। অথচ এ মামলায় দুদকের প্রধান কৌশলি জামিন আদেশ জানতে পারেন রাত ৯ টায়।

সট: মোশাররফ হোসেন কাজল, আইনজীবী, দুদক।

"(হ্যাঁ জামিন হয়েছে শুনেছি আমি। কারাগার সূত্রে। বৃহস্পতিবার রাত নয়টায় জামিন হয়েছে। জামিন হলে তো আর বের হতে বাধা নেই।)"

এহসানুল হক সমাজী, পার্থ গোপাল বনিকের আইনজীবী,

"(সবকিছু কোর্ট নিয়ে বললেন যে আমি পরে অর্ডারটা দেবো। এরপর আমি তাড়াতাড়ি চলে আসছি। পরবর্তীকালে শুনেছি ওর বোধহয় জামিন দিয়েছে। এরকম আমি শুনেছি। কিন্তু অর্ডার শিটটা এখনো আমি দেখিনি। বা কনসার্ন না।")

কারা কর্তৃপক্ষ জানায়, বৃহস্পতিবার রাতে জামিননামা হাতে পেয়েছেন তারা। পরদিন সকালে কারাগার থেকে পার্থ গোপাল বনিককে নিয়ে যান তার স্ত্রী।

সট... মো: সাইফুল,

কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার। (আদেশটা পেয়েছি আমরা রাত ৮টা ৩০ মিনিটে। পরের দিন সাকাল ৯টা ১০ এ বের হয়েছে। আমি তো চিনিনা। উনার স্ত্রী মনে হয় আসছিলো।)

Certified reproduction of the original
Assistant Bench Officer
Bangladesh Supreme Court
High Court Division, Dhaka

SEP 2021

এই জামিন নিয়ে অন্ধকারে ঢাকা জজ কোর্টের দুদকের অন্য আইনজীবীরাও।

সট-মীর আহমেদ আলী সালাম, পিপি, দুদক-

"(উচ্চ আদালতে রিজেকশন হলে পরে নিচের আদালতের না দেয়াটাই ভালো। যেহেতু আমরা সবসময় ফলো করি আর্টিকেল ১১১ কে। উচ্চ আদালতের নির্দেশনাটা বাধ্যতামূলক নিম্ন আদালতের জন্য। সেখানে নিন্ম আদালতের দেয়াটা একটু অন্যরকম।)"

মাহমুদ জাহাঙ্গীর পিপি, দুদক।

"(এটা আমি জানিনা। আমাকে অফিস থেকে নিতে হবে। আমি এক সময় করছি। তখন ফাইল পত্র ছিলো। এখনতো আমার কাছে নেই।)"

মামলা নিস্পত্তিতে হাইকোর্টের নির্দেশনায় মনোযোগের বদলে, দ্রুত এমন জামিন আদেশকে নজিরবিহীন বলেছেন, আইনজীবীরা।

মাসউদুর রহমান, চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর, ঢাকা। (রেখা আদালত কর্তৃক প্রদত্ত)

উক্ত প্রতিবেদনটি সম্পর্কে আদালতে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী মোঃ মনিরুজ্জামান নিবেদন করেন যে, প্রতিবেদনটি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কোন পক্ষই অসত্য বলে দাবী করেনি এবং প্রতিবেদনটি প্রমান করে বিজ্ঞ বিচারক তর্কিত আদেশটি প্রকাশ্য আদালতে দেননি এবং আদেশের কপি অতি গোপনে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

Certified reproduction to the original
Assistant Bench Officer
Bangladesh Supreme Court
High Court Division, Dhaka.

সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞ আইনজীবীদের বক্তব্য শ্রবন এবং উপস্থাপিত কাগজাদি বিশেষত: হাইকোর্ট কর্তৃক ফৌজদারী আপীল মামলা নং-১০৫৩৪/২০১৯ এবং ফৌজদারী রিভিশন মামলা নং-১৪৫/২০২১ এ প্রদত্ত আদেশ আসামীর স্ত্রীর চিকিৎসা সংক্রান্ত কাগজাদি এবং চ্যানেল-24 এ প্রচারিত প্রতিবেদনটি পর্যালোচনা করা হলো।

হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক ফৌজদারী আপীল মামলা নং-১০৫৩৪/২০১৯-এ প্রদত্ত বিগত ২রা নভেম্বর ২০২০ইং তারিখের আদেশটি নিন্মরুপ:

" Today the matter is posted in the list for further order.

0 9 SEP 2021
মোঃ আজিজুর রহমান
সুপারিনটেনডেন্ট

On 29.10.2020 the petition of appeal under section 22 of the Money Laundering Pratirodh Ain, 2012 for bail in Metro. Special Case No.82 of 2019 arising out of A.C.C. Integrated District Office, Dhaka-1 Case No.15 dated 29.07.2019 under Section 161 of the Penal Code read with section 5(2) of the Prevention of Corruption Act, 1947 and section 4(2) of the Money Laundring Pratirodh Ain, 2012, now pending in the Court of learned Metropolitan Senior Special Judge, Dhaka was disposed of with a direction to conclude the trial of the case within a period of 06(six) months.

However, after pronouncement of the said order the leanred Advocates for the appellant made prayer to re-call the unsigned order as the appellant instructed them not to press the appeal.

In view of the above, the matter has been posted for further order today.

reproduction of the original
Dutta
Assistant Bench Officer
Bangladesh Supreme Court
High Court Division, Dhaka.

SEP 2021

In view of the prayer of the learned Advocates of the appellant, the earlier unsigned order dated 29.10.2020 is hereby recalled and the Appeal is dismissed for non-prosecution.

However, the trial Court is directed to conclude the trial of the case within a period of 6(six) months from the date of receipt of this order.

Communicate the order at once."

হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক ফৌজাদারী রিভিশন মামলা নং-১৪৫/২০২১ এ প্রদত্ত ২৫.০১.২০২১ইং তারিখের আদেশ হতে প্রতিয়মান যে, আসামী তার বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের বিরুদ্ধে উক্ত রিভিশন মামলাটি দায়ের করলে উপস্থাপিত হয়নি মর্মে খারিজ হয়। কিন্তু হাইকোর্ট বিভাগের সংশ্লিষ্ট বেঞ্চ বিচারিক আদালতকে আদেশ প্রাপ্তির ০১(এক) বছরের মধ্যে বিচার কাজ সমাপ্ত করার নির্দেশ প্রদান করে।

Correct reproduction of the original

বিজ্ঞ বিচারক জনাব মোঃ ইকবাল হোসেন এর লিখিত জবাব হতে প্রতিয়মান হয় যে, আদালতে ফৌজদারী আপীল মামলায় ০৮/০২/২০২১ইং তারিখে প্রদত্ত আদেশটি আসামী পক্ষে জামিন শুনানীর দিন অর্থাৎ ১৭/০৬/২০২১ইং তারিখে সর্ব প্রথম উপস্থাপন করা হয় এবং তৎপূর্বে উক্ত আদেশটি সম্পর্কে, বিশেষ জজ আদালত অবহিত ছিল না। ফৌজদারী রিভিশন মামলায় প্রদত্ত রায় ১০/০৩/২০২১ ইং তারিখে তিনি প্রাপ্ত হয়েছেন এবং ঐ আদেশের কার্যকারিতা বলবৎ আছে।

এতদ্সত্বেও বিজ্ঞ বিশেষ জজ উক্ত আদেশের ও রায়ের মর্ম জেনে ও বুঝে স্ত্রীর অসুস্থতা ও কথিত সার্বিক বিষয় বিবেচনায় নিয়ে আসামীকে জামিন প্রদান করেছেন। 'সার্বিক বিষয়' বলতে বিজ্ঞ বিশেষ জজ কি বুঝিয়েছেন তা বোধগম্য নয়। হাইকোর্ট বিভাগের উপরোক্ত

আদেশ ও রায়ের পর মামলার গুনাগুন বিচার কিংবা কথিত 'সার্বিক অবস্থা' বিবেচনা করে জামিন দেয়ার কোন সুযোগ নেই।

ফৌজদারী আপীল নং-১০৫৩৪/২০১৯ আদেশটি উল্লেখ করা হয়েছিল যে, "আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হতে ০৬(ছয়) মাসের মধ্যে বিচার কার্য সমাপ্ত করতে হবে।" স্বীকৃতমতে বিজ্ঞ বিশেষ জজ ঐ আদেশ সম্পর্কে জ্ঞাত হয়েছে ১৭/০৬/২০২১ইং তারিখে অর্থাৎ উক্ত তারিখ হতে ০৬(ছয়) মাস গণনা করতে হবে। কিন্তু বিজ্ঞ জজ উক্ত মেয়াদ পূর্বেই উত্তীর্ন হয়েছে বলে আসামী পক্ষের বক্তব্যকে গ্রহণ করেছেন, যা গ্রহণযোগ্য নয়। আসামী কৌশল অবলম্বন করে আদেশ প্রদানের তারিখ হতে ০৬(ছয়) মাস অতিক্রান্ত হয়ার পর উক্ত আদেশ আদালতে দাখিল করেছে অসৎ উদ্দেশ্যে।

আমাদের বলতে দ্বিধা নেই যে, জেলা জজ পর্যায়ের একজন বিচারকের কাছ থেকে এধরনের আচরন ও কর্ম প্রত্যাশিত নয়। তাঁর এ ধরনের আদেশ উচ্চ আদালতের প্রতি অবজ্ঞা এবং যা আদালত অবমাননার সামিল। হাইকোর্ট বিভাগ ইতিপূর্বে আসামীর জামিন নাকোচ করে দ্রুত মামলার নিঃস্পত্তির নির্দেশ দিয়েছিল। বিজ্ঞ বিচারক আসামীকে জামিন প্রদান করে হাইকোর্টের আদেশ-কে অবজ্ঞা (flout) করেছেন।

আসামীপক্ষের দাখিলকৃত কাগজপত্র হতে দেখা যায় যে, মূল জামিনের দরখাস্ত যা ২৫/০৪/২০২১ইং তারিখে দাখিল করা হয়েছিল সেখানে স্ত্রীর অসুখের বিষয়ে কিছুই উল্লেখ করা হয় নাই। তবে ১৩/০৬/২০২১ইং তারিখে দাখিলকৃত সম্পূরক দরখাস্তে কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত স্ত্রী সুস্থ ও নেগেটিভ হওয়ার পর নানান শারীরিক জটিলতায় ভুগছেন মর্মে উল্লেখ করা হয়। আসামী কর্তৃক স্ত্রীর চিকিৎসা সংক্রান্ত দাখিলীয় ২৭.০৪.২০২১ইং তারিখের চিকিৎসাপত্র হতে দেখা যায় যে, কোভিড-১৯ নেগেটিভ হওয়ার পরবর্তী জটিলতা এমন গুরুতর নয় যে, তার জীবনহানির আশংকা ছিল বা তিনি কোন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। তিনি বাসায় থেকে চিকিৎসা গ্রহণ করেছেন। সুতরাং তার স্ত্রী জীবনহানি হওয়ার মত গুরুতর অসুস্থ ছিল এ কথা বলা যাবে না এবং সে কারনে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জামিন প্রদানের যুক্তিও গ্রহণযোগ্য নয়। রেকর্ড-এ ২৭/০৪/২০২১-এর পরবর্তী আর কোন চিকিৎসাপত্র পাওয়া যায় না। উপরন্তু, চ্যানেল-24 এর প্রতিবেদন হতে প্রতীয়মান হয় যে, আসামীর জামিন আদেশ গোপনে অতি দ্রুততার সাথে কারা কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠানো হয় এবং তার স্ত্রী পরদিন সকালে তাকে কারা ফটক হতে নিয়ে যায়। কারাফটকে আসামীর স্ত্রীর উপস্থিতি প্রমান করে তিনি গুরুত্বর অসুস্থ

ছিলেন না। চিকিৎসাপত্র হতে আরো প্রতিয়মান হয় যে, আসামীর স্ত্রী যিনি নিজেই একজন ডাক্তার তিনি ফরিদপুরে চিকিৎসা গ্রহণ করছেন এবং আসামী জামিন পাওয়ার পরদিন কারাফটকে এসে তাকে নিয়ে যান।

চ্যানেল-24 এর প্রতিবেদন হতে এবং বিজ্ঞ আইনজীবীদের বক্তব্য হতে এটা সুস্পষ্টভাবে প্রতিয়মান যে, জামিন দরখাস্তটি শুনার পর বিজ্ঞ বিচারক তাৎক্ষনিক ভাবে প্রকাশ্য আদালতে কোন আদেশ প্রদান করেননি, যা সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞ আইনজীবীগণ কর্তৃক স্বীকৃত; এবং আদেশটি অতিগোপনে কারা কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হয়, যা সংশ্লিষ্ট পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীরাও জ্ঞাত ছিলেন না। এ ধরনের ঘটনা হতাশা ও লজ্জাজনক এবং আইনের সাথে সংগতিহীন। সংশ্লিষ্ট আইনসমূহে অর্থাৎ ফৌজদারী কার্য বিধির ধারা ৩৬৬ এবং ক্রিমিনাল রুল্স এ্যান্ড অর্ডাস (প্রাক্টিস এ্যান্ড প্রসিকিউটর অফ্ সাব-অর্ডিনেট কোর্টস), ২০০৯ রুল ১৭৯(২)-এ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে 'রায়' প্রকাশ্য আদালতে সংশ্লিষ্ট পক্ষদের উপস্থিতিতে প্রদান করতে হবে। যদিও আইন ও বিধিতে 'রায়' শব্দটি উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু আইন ও বিধির মর্ম হলো গুরুত্বপূর্ন যে কোন বিষয়ে আদালতের আদেশ/সিদ্ধান্ত প্রকাশ্য আদালতে প্রদান করতে হবে। তর্কিত আদেশ প্রদানের প্রক্রিয়া নানান প্রশ্নের সুযোগ করে দিয়ে বিচার বিভাগকেও বিতর্কিত করেছে।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে এবং সামগ্রিক অবস্থা বিবেচনায় তর্কিত আদেশটি বহাল রাখার আইন ও যুক্তি সংগত কোন কারন খুজে পাওয়া যায় না। অতএব, বিজ্ঞ বিশেষ জজ-৫ কর্তৃক আসামীকে প্রদত্ত জামিন আদেশটি বাতিল করা হলো। আসামীকে সংশ্লিষ্ট আদালতে ২০/০৯/২০২১ইং তারিখের পূর্বে আত্মসমর্পনের নির্দেশ দেয়া হলো।

Compared reproduction of the original
Prasanta Kanti Dutta
Assistant Bench Officer
Bangladesh Supreme Court
High Court Division, Dhaka

ন্যায় বিচারের স্বার্থে বর্তমান মামলাটি বিশেষ আদালত-৫, ঢাকা হতে বিশেষ আদালত-৪, ঢাকা এ বদলি করা হলো। বিশেষ আদালত ৫-এর বিজ্ঞ বিচারককে অবিলম্বে মামলার নথি বিশেষ আদালত-৪ এ প্রেরণ করার নির্দেশ দেয়া হলো। বিশেষ আদালত-৪ এর বিজ্ঞ বিচারককে মামলার কার্যক্রম ২৮/০২/২০২২ইং তারিখের পূর্বে সমাপ্ত করে হাইকোর্ট বিভাগে অবহিত করার নির্দেশ দেয়া হলো।

বিজ্ঞ বিচারক মোঃ ইকবাল হোসেনকে সর্বোচ্চ সতর্ক করা হলো যেন ভবিষ্যতে মামলা পরিচালনা ও উচ্চতর আদালতের আদেশ প্রতিপালনে আরো সতর্ক ও যথাযথ ভাবে দায়িত্ব

পালন করেন। উপরোক্ত সতর্কতার বিষয়টি রেজিষ্ট্রার, হাইকোর্ট বিভাগ-কে তার ডসিআরে সংরক্ষনের নির্দেশ দেয়া হলো।

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিম্ন আদালতসমূহের বিজ্ঞ বিচারকের জামিনসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ন অন্তবর্তী আদেশ ও রায় প্রকাশ্য আদালতে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণ বা তাদের আইনজীবীদের উপস্থিতিতে ঘোষণা করার নির্দেশ দেয়া হলো।

এই রায় ও আদেশের কপি প্রয়োজনীয় অবগতি ও ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট বিশেষ জজ আদালত-৫, ঢাকা, বিশেষ জজ আদালত-৪, ঢাকাসহ ১। সচিব, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ২। রেজিষ্টার, হাইকোর্ট বিভাগ, বাংলাদেশ (নিম্ন আদালতের বিজ্ঞ বিচারকদের অবহিত করবেন)-এর নিকট অবিলম্বে প্রেরণ করা হোক।

এম. ইনায়েতুর রহিম

<u>বিচারপতি মোঃ মোস্তাফিজুর রহমানঃ</u>

আমি একমত

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান

Correct reproduction of the original
Bench Officer
Bangladesh Supreme Court
High Court Division, Dhaka

Memo No: 34689 Date: 12/9/21

Copy of the Court's Judgment dated 02.09.2021 forwarded to the

(1) Special Judge, Special Judge Court No. 5, Dhaka
(2) Special Judge, Special Judge Court No. 4, Dhaka
(3) Secretary, Ministry of Law and Parliament Affairs.
(4) Learned Registrar Bangladesh Supreme Court, High Court Division, Dhaka

For information and necessary action as ordered by this Court

By Order

09 SEP 2021

Typed by: Arif.
Date: 09.09.2021....
Read by:
Exm by:

09 SEP 2021

Superintendent

(Md. Siddiqur Rahman)
Deputy Registrar (Criminal-2)
Ph: 02-9588582.